কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 28 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

প্রথম আয়োজনেই চমৎকৃত শিক্ষক আয়োজকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

'জীবন কী'—অনুষ্ঠানের শুরুটা হয়েছিল এই প্রশ্ন দিয়ে। মিলনায়তনে সমবেত বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা বইয়ে পড়া সংজ্ঞা থেকে যে যার মতো করে উত্তর দিল। এরপর খুদে বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন পর্ব—মানুষ বড় হয়ে গেলে মস্তিষ্ক নিউরন বিভাজিত হওয়ার কথা নয়, তবু মাঝে মাঝে হয় কেন? কী খেলে ক্যান্সার হয় তা জানা গেছে, তাহলে ক্যান্সারের প্রতিষেধক কেন এখনো বের করা গেল না? সিজোফ্রেনিয়া হলে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ে কেন? উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানের দুদে অধ্যাপকদেরও কপালে ভাঁজ। একেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কেউ কেউ রীতিমতো ক্লাস নিয়ে ফেললেন।

বিজ্ঞানের প্রথম শর্ত 'প্রশ্ন', তাই বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মনেও প্রশ্নের উদয় হতে হবে—এ কথা বলে প্রশ্ন আহ্বান করা হয়েছিল জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়া স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে। এরপর হিড়িক পড়ে গেল প্রশ্নের। জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু দেখে চমৎকৃত হলেন বিজ্ঞানের শিক্ষক ও আয়োজকরা। উত্তর দিতে গিয়েও সংকটে পড়তে হলো তাঁদের। কারণ অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা।

গতকাল শুক্রবার দেশে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জাতীয় জীববিজ্ঞান উৎসবের আয়োজন করা হয় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৫৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। রেজিস্ট্রেশন পর্বের পর এক ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় সকাল ১১টায়। এরপর মিলনায়তনে প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব। এর ফাঁকেই তৈরি হয়ে যায় পরীক্ষার ফলাফল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীববিজ্ঞানে মেধা যাচাই হলো তিন ভাগে—জুনিয়র, সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি। এই তিন ভাগে সেকেন্ড রানার আপ, ফার্স্ট রানার আপ, চ্যাম্পিয়ন নির্বাচন করতে গিয়ে বেগ পেতে হয় অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক টিমের সদস্যদের। উপহাপক বললেন, সবাই এতো ভালো করেছে যে প্রতি ক্যাটাগরিতে তিনজন করে নেওয়ার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। প্রায় প্রতি স্তরেই একাধিক কৃতী শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে। সেরাদের সেরা হয়েছে রাজধানীর সানিডেল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের স্বস্তি শ্রাবন্তী হালদার। ভালো যারা করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাচ্চা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বাংলাদেশ ব্যাংক হাই স্কুল, গ্রীন হেরাল্ড, বারি হাই স্কুল ও সৃষ্টি সেন্ট্রাল হাই স্কুল।

সকালে জাতীয় সংগীত গেয়ে ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক বিজ্ঞানী ড. আলী আসগর। দুপুরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শাদাত উল্লা। খুদে বিজ্ঞানীদের স্বাগত জানিয়ে ও উৎসাহ দিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন বিজ্ঞানের নানা শাখার অধ্যাপকরা।

প্রথমবারের আয়োজনে সন্তুষ্ট উদ্যোক্তারা। আয়োজক কমিটির সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকার জানান, প্রতিবছরই এই আয়োজন করা হবে। উৎসব বলা হলেও আয়োজকদের ভাষায় এটি বিজ্ঞান আন্দোলন, বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানোই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদেরই একজন পরিতোষ রায়, যিনি পিএইচডি করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বললেন, আয়োজকদের অনেকেই গণিত অলিম্পিয়াডের সঙ্গে জড়িত। গাজীপুর, ফরিদপুর, রাজশাহীসহ বিভিন্নভাবে জীববিজ্ঞানের অলিম্পিয়াড হলেও জাতীয় পর্যায়ে এবারই প্রথম।